বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা

মঙ্গলকাব্য গুলির বৈশিষ্ট্য :—

(১) এই সকল কাব্যের আখ্যানভাগ (*Plot*) নায়কের সহিত দেব-দেবীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বিপুলায়তন রূপে পরিস্ফুট হয়।

(২) ইহাতে সৃষ্টি-কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীর বন্দনা করা হয়। কবি প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কাব্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

(৩) ইহাতে দেবতা মর্ত্ত্যলোকে পূজিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(৪) ইহাতে সুখদুঃখের বারমাসী গান, চৌতিশা স্তুতি, নারীর পতিনিন্দা-বর্ণনা, রন্ধন-শিল্প বর্ণনা, ফলফুল পশুপক্ষীর আলোচনা—প্রভৃতির অবতারণা করা হয়

(৫) ইহার ছন্দ সাধারণতঃ পয়ার ও ত্রিপদী।

(৬) দেবচরিত্র ছাড়া কোন কোন কাব্যে মানব-চরিত্র অঙ্কনও (যথা ভাঁড়ুদত্ত, চাঁদসদাগর) ইহাতে দেখা যায়।

(৭) এই শ্রেণীর কাব্যে তৎকালীন ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মহাকাব্য তন্ময় কাব্য। ইহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, বস্তু-নিষ্ঠ; লেখকের আন্তর অনুভূতির প্রকাশ নহে, বস্তু-প্রধান ঘটনা-বিন্যাসের প্রকাশ; গীতিকাব্যোচিত বাঁশির রাগিনী নহে, যুদ্ধসজ্জার তূর্য্য-নিনাদ। এতদ্ব্যতীত ইহা মহাকায়, মহিমোজ্জ্বল, ব্যাপক হিমাদ্রি-কান্তির মত ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত, সমুন্নত ও মহত্ত্বব্যঞ্জক। এই কাব্যে কবির আত্মবাণী অপেক্ষা বিষয়-বাণী ও বিষয়-বিন্যাসই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহাকাব্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে আশীর্ব্বচন, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ দ্বারা কাব্যারম্ভ হয়। মহাকাব্যের আখ্যান-বস্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক,* এবং নায়ক †ধীরোদাত্তগুণসমন্বিত অর্থাৎ সমস্ত সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত; সর্গ-সংখ্যা

* ইতিহাসোদ্ভবংবৃত্ত মন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্—বিশ্বনাথ

† কখনো কখনো এক বা একাধিক নায়কও থাকিতে পারে।

Scanned by CamScanner

অষ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-প্রসারী। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত এই তিনটির একটি রস মুখ্য বা প্রধান এবং অন্যান্য রস ইহাদের অঙ্গস্বরূপ হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রভৃতির বর্ণনাও থাকিতে পারে। ইহার ভাষা ওজস্বী ও গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক হইবে। নায়কের জয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি হইবে—কারণ, সাধারণতঃ, ইহাতে ট্র্যাজিডির স্থান নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে যাহা মহাকাব্য, তাহার সহিত পাশ্চাত্ত্য এপিকের কোন কোন বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উহাদের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্ত্তমান। পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিক Aristotle-এর মতে, মহাকাব্য আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য—ইহাতে বিশিষ্ট কোন নায়কের জীবন-কাহিনী অখণ্ডরূপে একই বীরোচিত ছন্দের সাহায্যে কীর্ত্তিত হয়।

তিনি বলেন—

'An epic should be based on a *single action*, one that is a complete whole in itself, with a beginning, middle and end, so as to enable the work to produce *its own proper pleasure* with all the *organic unity* of a living creature.....As for its metre, the heroic has been assigned it from experience'.

পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য আলোচনা করিলেও বুঝা যায় যে, ইহা সাধারণতঃ বস্তু-নিষ্ঠ, আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত বর্ণনাত্মক কাব্য; ইহার বস্তু-উপাদান জাতীয়-জীবনের ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য; ইহার অনুপ্রেরণা অধিকাংশ সময়ই ঐশী-শক্তি; ইহাতে মানব, দানব ও দেবদেবীর চরিত্রের সমাবেশ ও প্রয়োজনবোধে অতি-লৌকিক স্পর্শও থাকিতে পারে। মহা-কাব্যের পরিসমাপ্তি সকল সময়েই শুভাত্তিক হইবে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। ইহাতে জটিল ঘটনাবর্ত্তের সৃষ্টি এবং বহুবিধ চরিত্র-সন্নিবেশ থাকিলেও সমগ্র কাব্যটিতে একটি অখণ্ড শিল্প-সঙ্গত সৌন্দর্য্য-বোধ ও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক গাম্ভীর্য্য থাকিবে। ইহার ভাষা প্রসাদগুণসম্পন্ন, ওজস্বী ও অনুপ্রাস-উপমা প্রভৃতি

Scanned by CamScanner

মহাকাব্যের ... সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত আদর্শের অনুসারে যে কোন মহাকাব্যের রচনা কেবল নির্দেশ করিলেই কিছু বলিতে পারি যে মহৎ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত বৃহদায়তন কাহিনী, এক বা বহু বীরোচিত চরিত্র অথবা অতিলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোন নিপুণ বিশিষ্ট বাক্যভঙ্গীতে বর্ণিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে।

মহাকাব্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অনেক সময় কোন কোন মহাকাব্যের রচয়িতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না। কারণ ইহার একজন কবির রচনা নয়। যুগ যুগ বিভিন্ন কবিকণ্ঠে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীর মূল বিষয়টি বর্ধিতকলেবর হইয়া উঠিয়াছে, অথবা বিভিন্ন চরিত্র অবলম্বনে বিভিন্ন লোকের দ্বারা একত্র সংগ্রথিত হইয়া মহাকাব্য রূপে সম্পাদনা করা হইয়া উঠিয়াছে। সর্বদেশের জনসমাজের এই শ্রেণীর কাব্য যেন যুগ যুগ কল্পতরুর মত দেশের জনচিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশেরই অভিজ্ঞতার রস পান করিয়াছে। এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে *Epic of Growth* বা *Authentic Epic* নামে অভিহিত করা হয়। রামায়ণ, মহাভারত, *The Iliad, Odyssey, Beowulf* এই শ্রেণীর মহাকাব্য। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন লোকের রচিত এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে জাতির সমগ্র সত্তার হৃৎস্পন্দন অনুভূত হয়।

কিন্তু একজন গ্রন্থকারের লিখিত যে মহাকাব্যে কোন জাতির সর্বজনের ধ্যান, ধারণা ও সঙ্গে কোন পরম প্রার্থিত নায়কের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠে, এবং কবিপ্রতিভার স্পর্শে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, তাহাকেই আমরা সাহিত্যিক মহাকাব্য বা *Literary Epic* বা *Imitation Epic* বলিয়া গ্রহণ করি। এই শ্রেণীর মহাকাব্য পূর্বোক্ত শ্রেণীর মত কৌতুহল অবলম্বন ও অসংখ্য ঘটনা-সমাবেশে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইহার আয়োজন, চরিত্র-সৃষ্টি, ভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন একটি অখণ্ড মহিমময় রসসৃষ্টি সৃষ্ট হয়, এবং ইহার শিল্প-চাতুর্য

লেখকের দূরারোহী কল্পনা ও অনন্যসাধারণ মননশক্তি গুণে আমাদের নিকট চিরন্তন হইয়া থাকে। এই জাতীয় কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।'

এই জাতীয় মহাকাব্য পুরাতন কথা-বস্তুর গ্রন্থন-মূলক সৃষ্টি নহে—পুরাতনীকে উপলক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। অতীত কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যকার স্বকীয় যুগের যুগন্ধর কবিরূপে ইহাতে জাতির সুপ্ত-চেতনা ও জীবন-দর্শনের মানবিক ভাব-মূর্ত্তি দান করেন।* ইহাতে কখনো কখনো রূপকের ব্যঞ্জনা অপেক্ষা কাব্যকারের জীবন-জিজ্ঞাসাই অধিকতর প্রস্ফুট।

এই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে Vergil-এর *Æneid*, Tasso-র *Jerusalem Delivered*, Dante-র *Divina Commedia*, Milton-এর *Paradise Lost*, Hardy-র *The Dynasts* ও মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্য : বাংলা ও ইংরেজী

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র অনুযায়ী মহাকাব্যের গৌরব সর্ব্বাংশে দাবী করিতে পারে না। অবশ্য তিনি তাঁহার কাব্যকে অষ্টাধিক সর্গে বিভক্ত করিয়াছেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী উহাতে নগর বন উপবন শৈল সমুদ্র প্রভাত সন্ধ্যা যুদ্ধ মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশও করিয়াছেন। কিন্তু সর্গান্তে তিনি নূতন ছন্দ ব্যবহার করেন নাই, সর্বশেষে পরবর্ত্তী সর্গকথা আভাসিত করেন নাই, এবং যদিও তিনি বলিয়াছিলেন—

গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত

তথাপি কাব্যে করুণ রসেরই জয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, সংস্কৃত মহাকাব্য মিলনান্তক, মধুসূদনের মহাকাব্য বিষাদাত্মক। সর্ব্বোপরি, মধুসূদনের কাব্যের

* *Cf.* There is only one thing which can master the perplexed stuff of epic material into unity, and that is, an ability to see in particular human experience some significant symbolism of man's general destiny—*Abercrombie.*

Scanned by CamScanner

নায়ক রাবণ, এবং রাবণ অনার্য্যবংশ সম্ভূত—সদ্বংশজ এবং ধীরোদাত্তগুণ সমন্বিত নহেন। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিদের মতে ইহাকে মহাকাব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের উক্তিও মনে রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন -'I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of *Sahitya Darpan*' এইদিক হইতে দেখিলে, মধুসূদন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী মহাকাব্য রচনা করেন নাই, সুতরাং এই জাতীয় ত্রুটি আবিষ্কার করা শোভন হইবে না। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তথা গ্রীক নাটক ও সেক্সপীয়র দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, মিল্টন তাঁহাকে যে কাঠামো দান করিয়াছিলেন, ছন্দের যে সমুদ্র-কল্লোল শুনাইয়াছিলেন, তাহাই তিনি গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় নাটকের নিয়তিবাদের সহিত সংগ্রথিত করিয়া নাটকীয় রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও ভুলিলে চলিবে না, মধুসূদন *Literary* বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন। রামায়ণকে তিনি তাঁহার মানবতার আলোকে বিধৌত করিয়া যে-মহাকাব্য রচনা করিলেন, উহা আসলে রোমান্টিক মহাকাব্য। কাজেই মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ-আহৃত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নহে ইহা নবজাগ্রত বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে নিয়তি-লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্য রূপে অপূর্ব্ব গীতি-কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য এই দিক দিয়া বাংলা কাব্য সাহিত্যে একক সৃষ্টি। মধুসূদন নিজেও কাব্যখানিকে রীতিমত মহাকাব্য মনে করিতেন না; তিনি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

'You must not, my dear fellow, judge of the work as a regular Heroic Poem. *I never meant it such*'.

আমাদেরও মনে হয়, মধুসূদন অত্যাশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কুশলতা (architectonic) গুণে যে মহাকাব্যোচিত কাব্য-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে মিল্টনের অমিত্রচ্ছন্দের উদাত্ত সঙ্গীত ও বর্ণনার মহিমময়তা (Sublimity) থাকা সত্ত্বেও তাঁহার রাবণ চরিত্রে মিল্টনের শয়তানের পরম দাম্ভিকতা প্রকট হইয়া উঠে নাই। ইন্দ্রজিৎ-সীতা-সরমা-প্রমীলা হোমর বা মিল্টনের চরিত্র-চিত্রের

Scanned by CamScanner

সগোত্র নয়। আসল কথা, মধুসূদনের মন ক্লাসিক-কাব্য-বিলাসী হইলেও, তাঁহার কবিপ্রাণ ছিল প্রধানতঃ রোমাণ্টিক। এই কারণে আকারে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' মহাকাব্যোচিত হইলেও, ইহার প্রাণ-নন্দিনী সম্পূর্ণ রোমাণ্টিক, এবং মধুসূদন এই কাব্যে জীবনের যে জয়গান করিলেন, তাহা বীররসের নয়, করুণ রসের। কবি তাই, 'সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।'

মধুসূদনের কাব্যের তাৎপর্য্য যেমন রাবণ-চরিত্রের প্রতীকতায়, Paradise Lost-এর তাৎপর্য্যও তেমন শয়তানের চরিত্রের মধ্যে মানবতা ও অতিলৌকিকতার সম্মিলনে। ইংরেজী সাহিত্যে Tennyson-এর *Idylls of the King*এর মধ্যে অতিকায়তা থাকিলেও মহত্ত্ব-ব্যঞ্জনা না থাকায় উহা গীতিগুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে; মিল্টনের সজ্ঞান অনুকরণ সত্ত্বেও মহাকাব্যধর্ম্মী *Hyperion* শেষ পর্য্যন্ত কীটসের রোমাণ্টিক কল্পনার স্পর্শে গীতিমূর্চ্ছনায় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। Arnold-এর *Sohrab and Rustum*এ আদ্যন্তসমন্বিত বিষয়-বস্তু নাতিদীর্ঘাকার ও সহজ-বোধ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপ পাইয়াছে। কিন্তু কবিতাটিতে 'fullness of detail' না থাকায় ইহার ক্ষীণাবয়ব যেন পাঠকের মনে কোন বিরাটত্বের অনুভূতি সঞ্চার করে না। এইজন্য ইহাকে মহাকাব্য না বলিয়া **খণ্ড মহাকাব্য** (*Epic Episode*) বলা সঙ্গত হইবে। কিন্তু Hardyর ঐতিহাসিক মহাকাব্য *The Dynasts* সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে অন্ধ নিয়তিবাদ তাঁহার কাব্যে দেখা দিয়াছে, তাহা যেন—

> .....Works unconsciously, as heretofore,
> Eternal artistries in Circumstance.

১৮০৫-১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত যে-নেপোলিয়নিক যুদ্ধ ইংলণ্ড ও সমগ্র ইয়োরোপকে প্রকম্পিত করিয়াছিল, তাহারই বিরাট পটভূমিকার উপর কবি গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও কথোপকথন রচনায় মহাকাব্যের দেহে নাটকের চলিষ্ণুতা সঞ্চার করিয়াছেন। মহাকাব্যের সঙ্গে নাটকের এই মিলন সত্যই অভিনব।

Scanned by CamScanner

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের' পর হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার'। এই কাব্যে মিল্টন ও কীটসের প্রভাব কিঞ্চিৎ থাকিলও হেমচন্দ্রের স্থূলভ কল্পনা এমনই যে, উহা বৃত্রের পতন-কাহিনীকে মহাকাব্যোচিত ভাব-গাম্ভীর্য্য দান করিতে পারে নাই। পুরুষ বা নারীচরিত্র সৃষ্টিতে তাঁহার কল্পনা মানুষের মহত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ঘটনার ঘনঘটা, অতি-উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা ও মহানুভবতার বিস্তৃত বিবরণী নিতান্তই ছক-কাটা পরিকল্পনার মত দেখাইতেছে—চরিত্রের প্রাণধর্ম্মে উজ্জীবিত ও উল্লাসিত হয় নাই। সর্ব্বোপরি, হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দটি পর্য্যন্ত অপটু পয়ারে পর্য্যবসিত হইয়া কবিতার সর্ব্বাঙ্গীণ দীপ্তি নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। হেমচন্দ্রের কবিতায় সংস্কৃত মহা-কাব্যের কোন কোন লক্ষণ থাকিলেও, যে-মহিমময়তা মহাকাব্যের বিশেষত্ব, উহা তাঁহার কল্পনায় কাব্যে প্রমূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই। তাই 'বৃত্রসংহার' বাংলা সাহিত্যে ব্যর্থ হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভায় আবেগ ছিল, কিন্তু সংযমবোধ ছিল না। তাহার ফলে, কবির রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নামক মহাকাব্য (*Epic Cycle*) সুদীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধের (*Essay*) পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। নবীনচন্দ্রের অতিরিক্ত ভাবালুতা তাঁহার কাব্যের 'massive grandeur'* এবং 'solemn style'কে ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকটি মহাকাব্য রচনার দুঃসাহস দেখা গিয়াছিল, তন্মধ্যে মানকুমারীর 'বীরকুমার বধ' (১৩১০), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী'; আনন্দমিত্রের 'ভারতমঙ্গল' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, অতিকায়তা যদি মহাকাব্যের কোন লক্ষণ রূপে পরিগণিত হইত, তবে ইহাদের প্রচেষ্টাকে মহাকাব্য হিসাবে বিচার করা যাইত। ইহাদের কাহারও কাব্য একদিকে যেমন 'Significant symbol of man's general destiny' হইয়া উঠে নাই, তেমনই আবার উহারা পাঠকের মনে কোন সাবলিমিটি বা মহত্ত্ব-বোধও সঞ্চার করিতে পারে না।

*B. N. Seal : *New Essays & Criticism*

Scanned by CamScanner

মহাকাব্যের যে আলোচনা করিয়াছি, অতঃপর ট্র্যাজিডির সহিত ইহার সম্বন্ধ-নির্ণয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাকাব্য প্রসাদাত্মক বা বিষাদাত্মক উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডি বিষাদাত্মক হইবেই। ট্র্যাজিডির নায়ক নিয়তির সহিত দ্বন্দ্বে পর্য্যুদস্ত হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়, কিন্তু মহাকাব্যের নায়ক নিয়তি বা বিধির নিকট ক্রীড়নক মাত্র। মহাকাব্য অল্পসংখ্যক শিক্ষিতজনের চিত্তবিনোদন করে, ট্র্যাজিডি অধিকতর জনের হৃদয় আকর্ষণ করে। মহাকাব্য পাঠ্য-কাব্য, ট্র্যাজিডি দৃশ্য ও পাঠ্যকাব্যের সমন্বয়; মহাকাব্যের বিপুলতা ও গৌরব মানুষকে সুমহান আলেখ্য দেখাইয়া বিস্মিত করে, ট্র্যাজিডির বিপুলতা তাহাকে দ্রবীভূত করে। মহাকাব্য মন্থর-গতি ঐরাবত, ট্র্যাজিডি বেদনা-বিদ্যুৎগতি উচ্চৈঃশ্রবা; মহাকাব্যের গৌরব তাহার শাখায়িত বিস্তারে ও স্বর্গমর্ত্ত্য-পাতাল-প্রসারী কল্পনায়, ট্র্যাজিডির গৌরব তাহার সংহত সুষীম সঙ্কোচনে এবং জগৎ ও জীবনের অতলস্পর্শ রহস্য-উদ্ঘাটনে। মহাকাব্য একই ওজস্বী ছন্দে ঐশ্বর্য্যশালী, ট্র্যাজিডি একাধিক ছন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চময়ী; মহাকাব্য বিচিত্র শোভাযাত্রা, ট্র্যাজিডি বেদনার মণ্ডলায়িত সভাস্থল। মহাকাব্যে যাহা আছে, ট্র্যাজিডিতেও প্রায় তাহা আছে, কিন্তু ট্র্যাজিডিতে যাহা আছে, মহাকাব্যে তাহা নাই। এইখানেই ট্র্যাজিডির অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব।

ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য

আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইতেছে না। ইংরেজীতে তবু Thomas Hardy *The Dynasts* নামক মহাকাব্য লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে মহাকাব্যের এই অসদ্ভাবের বিশেষ কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক যুগ গণ-তন্ত্রের যুগ। এই যুগে মানুষ সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত-বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতে চায় না। প্রাচীন যুগের মানুষ সশ্রদ্ধ ও সবিস্ময় দৃষ্টিতে কোন মহাপুরুষকে অসাধারণ বলিয়া পূজা করিতে পারিত, আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধসম্পন্ন মানুষ তেমনটী পারে না।

বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্যের অভাব কেন?

Scanned by CamScanner

প্রাচীনযুগের বীরপূজা-স্পৃহা এখন বিচিত্র আত্ম-ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান যুগের ব্যক্তি-নিষ্ঠ কাব্যের দিনে মহাকাব্য অপেক্ষা গীতি-কাব্যের মধ্যেই মানুষের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা অধিকতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় ব্যক্তি-নিষ্ঠতাই মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যকে' গীতিকাব্যোচিত সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আধুনিক যুগ-চিত্তের সংক্ষিপ্ত ও রসঘন আনন্দ-বেদনাকে রূপ দান করিবার সামর্থ্য মহাকাব্যের নাই। কারণ, আধুনিক যুগ দ্রুত অধ্যয়নের যুগ ; আধুনিক কালে মানুষের জীবনে অবসর অতি অল্প, এবং এই স্বল্প অবসর সময়ের উপযোগিতা মহাকাব্যে নাই। চতুর্থতঃ, বর্ত্তমান যুগে উপন্যাস সাহিত্য অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মহাকাব্যে গল্পাংশের যে আকর্ষণ ছিল, তাহা উপন্যাস ছোটগল্প প্রভৃতি পাঠেই এখন নিরসন হয়। সুতরাং গল্প-সাহিত্যও মহাকাব্যের আবির্ভাব অসম্ভব করিয়া তুলিতে আংশিক ভাবে সাহায্য করিয়াছে।

Mock Epic

কোন লঘু বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কবিবার জন্য মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত যে কাব্য লিখিত হয়, তাহাকে Mock Epic বা **বিদ্রূপাত্মক মহাকাব্য** বলে। Pope-এর ***The Rape of the Lock*** নামক কাব্য Miss Arabella Fermor নাম্নী কোন মহিলার কেশ-কর্ত্তনের কাহিনী অবলম্বনে মহাকাব্যোচিত রূপে লিখিত বলিয়া উহা ***Mock Epic*** নামে খ্যাত। বাংলায় জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী-বধ' (১৮৬৮) ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার' এই শ্রেণীর কাব্য।

নীতি-কবিতায় গল্প, কাহিনী বা নিছক কলাশিল্পের সাহায্যে কবি জ্ঞানগর্ভ নীতিকথা বা তত্ত্ব প্রচার করেন। নীতিকথার তীব্রতা কল্পনার স্পর্শে যাহাতে কোমল ও কান্তরূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ জ্ঞানের কথা, নীতির কথা বা তত্ত্বকথাকে কবিত্ব-সুষমায় মণ্ডিত করিতে না পারিলে এই জাতীয় কবিতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। Pepe-এর ***Essay on Criticism***, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের

নীতিকবিতা

Scanned by CamScanner